https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি: একটি বিশ্লেষণ

স্বরূপ রানা[1]

Abstract

ভারতের সংবিধান একটি নৈতিক ও গণতান্ত্রিক দলিল, যার মূল ভিত্তি সমতা (Equality) ও সামাজিক ন্যায় (Social Justice)। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় সামাজিক বৈষম্য দূর করা এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সংবিধান প্রণেতা B. R. Ambedkar-এর নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধানে মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির মাধ্যমে এই আদর্শগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি এবং তার সাংবিধানিক রূপ বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বিশেষত Article 14, 15, 16, 17 এবং 46 এর আলোকে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র আইনি কাঠামো নয়; এটি একটি সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম, যার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নৈতিক মূল্যবোধ ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মূল শব্দ: *সমতা, সামাজিক ন্যায়, ভারতীয় সংবিধান,সাংবিধানিক নৈতিকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ*

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref)Prefix: 10.63431

AIJITR - Volume - 3, Issue - II, Mar-Apr 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা:

ভারতীয় সংবিধান আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ও নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি কেবল একটি আইনগত দলিল নয়, বরং একটি সামাজিক রূপান্তরের দলিল, যার মূল লক্ষ্য সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সমতামূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা(Chakrabarty, 2017)। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য এবং সামাজিক বঞ্চনার মতো সমস্যাগুলি গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। এই প্রেক্ষাপটে সংবিধান প্রণেতারা একটি এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের মর্যাদা, অধিকার এবং সুযোগের সমতা নিশ্চিত হবে (রায় এবং ঘোষ, 2011) ।

সমতা (Equality) আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি। রাজনৈতিক দর্শনে সমতা বলতে বোঝায় আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা এবং রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান। ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে এই

[1] *সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, গড়বেতা কলেজ, গড়বেতা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.II.2026.72-80
AIJITR, Volume 3, Issue –II, March - April, 2026, PP.72-80
Received on 1st March, 2026 & Accepted on 10th March, 2026, Published: 31st March, 2026

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

নীতিকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আইনের দৃষ্টিতে সমতা (Equality before Law) এবং আইনের সমান সুরক্ষা (Equal Protection of Law) গণতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত (Jain, 2016) ।

সামাজিক ন্যায় (Social Justice) ধারণাটি সমতার ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সামাজিক ন্যায় বলতে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ সমান মর্যাদা ও সুযোগ লাভ করে এবং ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলিকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) "Justice—social, economic and political" শব্দগুলির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়ের আদর্শকে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা (Directive Principles of State Policy) বিশেষত অনুচ্ছেদ ৩৮ ও ৪৬ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে দিকনির্দেশ প্রদান করে (Basu ,2015)। ভারতীয় সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি মূলত মানব মর্যাদা, স্বাধীনতা, সমতা এবং ন্যায়বিচারের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নৈতিক ভিত্তি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সামাজিক সংস্কার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল (মুখোপাধ্যায়, 2009)। Mahatma Gandhi সামাজিক ন্যায় ও সমতার নৈতিক ভিত্তি হিসেবে অহিংসা (Ahimsa), সত্য (Satya) এবং সর্বোদয় (Sarvodaya)-এর ধারণাকে গুরুত্ব দেন। Gandhi বিশ্বাস করতেন যে সমাজে প্রকৃত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাঁর Trusteeship ধারণা অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করার একটি নৈতিক পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়(Gandhi,1997) ।

এই প্রেক্ষাপটে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন B. R. Ambedkar। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র তখনই সফল হতে পারে যখন তা সামাজিক গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে। তাঁর মতে, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের নীতির উপর ভিত্তি করেই একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। Ambedkar অস্পৃশ্যতা ও জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নীতিকে শক্তিশালীভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন (Ambedkar,2014) ।একইভাবে Jawaharlal Nehru ভারতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক সমতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হতে হবে। Nehru একটি সমাজতান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, যেখানে রাষ্ট্র সমাজের দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে (Nehru ,1989)।

গবেষণা সমস্যা:

ভারতীয় সংবিধান সমতা (Equality) ও সামাজিক ন্যায় (Social Justice)-এর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তব সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ঐতিহাসিক বৈষম্য, জাতিভিত্তিক বিভাজন, অর্থনৈতিক অসাম্য এবং সামাজিক বঞ্চনার সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান (Fadia, 2017)। স্বাধীনতার সময় ভারতের সমাজ ছিল গভীরভাবে স্তরবিন্যস্ত এবং অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, লিঙ্গ বৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতো সমস্যায় জর্জরিত (Ambedkar ,2014)। এই পরিস্থিতিতে সংবিধান প্রণেতারা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানে মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালার মাধ্যমে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেন (Basu ,2015)।

বিশেষত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ আইনের দৃষ্টিতে সমতা, বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ এবং অস্পৃশ্যতা বিলোপের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। একইসঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে দিকনির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (Austin,1966) । সংবিধান প্রণেতা B. R. Ambedkar বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র তখনই অর্থবহ হবে যখন তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে (Ambedkar ,2014)। তবে সংবিধানে এই নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও আধুনিক ভারতে সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসমতা এবং জাতিগত বিভাজনের মতো সমস্যাগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি (Jain, 2016)। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ভারতীয় সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি ও সাংবিধানিক বিধানগুলি কতটা কার্যকরভাবে সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে নিম্নলিখিত মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করা হবে—

I. ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নীতিগুলি কীভাবে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
II. সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি কী এবং তা কোন রাজনৈতিক ও দার্শনিক ধারণা দ্বারা প্রভাবিত?

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

III. আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই নীতিগুলির বাস্তবায়ন কতটা কার্যকর হয়েছে?

এই প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য এবং তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করা হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি এবং তার বাস্তব প্রয়োগকে বিশ্লেষণ করা (Fadia, 2017) । ভারতীয় সংবিধান কেবল একটি আইনি কাঠামো নয়; এটি একটি সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যম, যার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে (Austin,1966) । এই প্রেক্ষাপটে গবেষণাটি নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে পরিচালিত হবে-

প্রথমত, ভারতীয় সংবিধানে সমতার নৈতিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করা। সংবিধানের মৌলিক অধিকার বিশেষত অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫ ও ১৬-এর মাধ্যমে আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠার যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তার দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তি অন্বেষণ করা হবে (Basu ,2015) ।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকা মূল্যায়ন করা। সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা বিশেষত অনুচ্ছেদ ৩৮, ৩৯ ও ৪৬ কীভাবে সমাজের দুর্বল ও বঞ্চিত শ্রেণির উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে দিকনির্দেশ প্রদান করে তা বিশ্লেষণ করা হবে(Jain, 2016)।

তৃতীয়ত, সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার গুরুত্ব মূল্যায়ন করা। বিশেষত অস্পৃশ্যতা বিলোপ (Article 17), সংরক্ষণ নীতি এবং সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত বিভিন্ন সাংবিধানিক পদক্ষেপের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হবে(Ambedkar ,2014) ।

এই উদ্দেশ্যগুলির আলোকে গবেষণাটি ভারতীয় সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি, তার সামাজিক লক্ষ্য এবং আধুনিক ভারতীয় সমাজে তার বাস্তব প্রভাবকে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, আইনবিদ এবং গবেষক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই অংশে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান প্রণেতা ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও তাদের কাজের আলোকে বিষয়টির তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা করা হয়েছে।

B. R. Ambedkar-এর দৃষ্টিভঙ্গি:

ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গেলে B. R. Ambedkar-এর চিন্তাধারা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি হিসেবে শুধু সাংবিধানিক কাঠামো নির্মাণ করেননি, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সমতামূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার নৈতিক ভিত্তিও নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Annihilation of Caste-এ Ambedkar ভারতীয় সমাজে জাতিভিত্তিক বৈষম্যের গভীর সমস্যাকে বিশ্লেষণ করেন এবং যুক্তি দেন যে এই বৈষম্য দূর না করলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। Ambedkar-এর মতে, ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা সামাজিক অসাম্যের প্রধান উৎস। এই প্রথা মানুষের মধ্যে জন্মগত শ্রেণিবিভাগ সৃষ্টি করে এবং সমাজে সমতার ধারণাকে দুর্বল করে। তিনি যুক্তি দেন যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে এই বৈষম্যমূলক কাঠামো ভেঙে ফেলতে হবে। তাঁর মতে, "সামাজিক গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা ছাড়া "রাজনৈতিক গণতন্ত্র" টেকসই হতে পারে না(Ambedkar ,2014)।

Ambedkar স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের (Liberty, Equality and Fraternity) নীতিকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। এই নীতিগুলো পরবর্তীতে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। Ambedkar আরও বিশ্বাস করতেন যে ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত ও দুর্বল শ্রেণির উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই কারণেই সংবিধানে সংরক্ষণ নীতি (Reservation Policy) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদক্ষেপ। তাঁর ধারণাগুলো আধুনিক ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল দর্শনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়(Ambedkar ,2014)।

Granville Austin এর দৃষ্টিভঙ্গি:

ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাংবিধানিক গবেষক Granville Austin-এর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation ভারতীয় সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমি,

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

রাজনৈতিক দর্শন এবং সামাজিক লক্ষ্যকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। Austin ভারতীয় সংবিধানকে কেবল একটি আইনি দলিল হিসেবে নয়, বরং একটি সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। Austin-এর মতে, ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি "social revolution" বা সামাজিক বিপ্লব ঘটানো। ঔপনিবেশিক শাসন এবং ঐতিহাসিক সামাজিক বৈষম্যের ফলে ভারতীয় সমাজে গভীর অসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল। সংবিধান প্রণেতারা সেই বৈষম্য দূর করে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই সংবিধানে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা (Directive Principles of State Policy) অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা একত্রে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে এবং তিনি সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble) ভারতীয় রাষ্ট্রের নৈতিক আদর্শকে প্রতিফলিত করে(Austin,1966) ।

Austin আরও যুক্তি দেন যে ভারতীয় সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং সামাজিক গণতন্ত্রের সমন্বয়। এছাড়া Austin দেখিয়েছেন যে সংবিধান প্রণেতারা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং Austin-এর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণা কেবল আইনি বিধান নয়; এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের প্রতিফলন। তাঁর গবেষণা ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং সামাজিক লক্ষ্য বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে (Austin,1966) ।

D.D. Basu-এর দৃষ্টিভঙ্গি:

ভারতীয় সংবিধানের সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণা বিশ্লেষণে সাংবিধানিক আইনবিদ D. D. Basu গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Introduction to the Constitution of India এ তিনি ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার দার্শনিক ও আইনি ভিত্তি বিশ্লেষণ করেছেন। Basu-এর মতে, ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো আইনের দৃষ্টিতে সমতা (Equality before Law) এবং আইনের সমান সুরক্ষা (Equal Protection of Law) (Basu ,2015) ।

এছাড়া Basu যুক্তি দেন যে ভারতীয় সংবিধানে সমতার ধারণা কেবল আনুষ্ঠানিক সমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিবাচক ব্যবস্থা (positive discrimination) গ্রহণের অনুমতি দেয়। এই কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৬-এ রাষ্ট্রকে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও দুর্বল শ্রেণির উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। Basu আরও উল্লেখ করেন যে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা (Directive Principles of State Policy) ভারতীয় সংবিধানের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার নৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। বিশেষত অনুচ্ছেদ ৩৮ ও ৪৬-এ রাষ্ট্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে একটি কল্যাণমূলক সমাজ গঠনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (Basu ,2015)।

M. P. Jain-এর দৃষ্টিভঙ্গি:

ভারতীয় সংবিধানের সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের আইনি বিশ্লেষণে M. P. Jain-এর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Indian Constitutional Law-এ তিনি সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সমতার নীতির আইনি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। Jain এর মতে, ভারতীয় সংবিধানে সমতার ধারণা একটি বিস্তৃত সাংবিধানিক নীতি যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠা করে এবং এটি রাষ্ট্রকে নাগরিকদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে বিরত রাখে(Jain, 2016) ।

Jain আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৬-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সংরক্ষণ নীতি (Reservation Policy) গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণির উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ব্যবস্থা। এছাড়াও Jain উল্লেখ করেন যে অস্পৃশ্যতা বিলোপ (Article 17) ভারতীয় সংবিধানের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এটি কেবল একটি আইনি বিধান নয়; বরং এটি ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সাংবিধানিক ঘোষণা(Jain, 2016)।

B. L. Fadia-এর দৃষ্টিভঙ্গি:

ভারতীয় সংবিধানের রাজনৈতিক দর্শন এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক কাঠামো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে B. L. Fadia-এর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Indian Government and Politics-এ ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক নীতি, রাজনৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক উদ্দেশ্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble) এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা (Directive Principles of State Policy) রাষ্ট্রকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য নির্দেশ প্রদান করে (Fadia, 2017) ।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

Fadia যুক্তি দেন যে সংবিধানের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা একত্রে কাজ করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫ ও ১৬ আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইসঙ্গে অনুচ্ছেদ ৪৬-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রকে তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতির উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। Fadia-এর মতে, এই সাংবিধানিক বিধানগুলো ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে (Fadia, 2017)।

তাত্ত্বিক কাঠামো:

ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণায় প্রধানত তিনটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে উদারবাদী সমতা তত্ত্ব (Liberal Theory of Equality), সামাজিক ন্যায় তত্ত্ব (Social Justice Theory) এবং আম্বেদকরীয় সামাজিক ন্যায় (Ambedkarite Social Justice) ।

উদারবাদী সমতা তত্ত্ব:

উদারবাদী রাজনৈতিক দর্শনে সমতার ধারণা একটি মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। উদারবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার (equal rights) এবং সমান সুযোগ (equal opportunity) নিশ্চিত করা। এই তত্ত্বে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। উদারবাদী চিন্তাবিদদের মতে, আইনের সামনে সকল নাগরিক সমান এবং রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে না। এই ধারণা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মৌলিক ভিত্তি এবং অনেক দেশের সংবিধানে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫ এবং ১৬ এই উদারবাদী সমতার নীতির প্রতিফলন। উদারবাদী সমতা তত্ত্বের মূল ধারণা হলো "Equality before law" এবং "Equality of opportunity"। এই নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের আইনি মর্যাদা এবং মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে। তবে সমালোচকদের মতে, কেবল আইনি সমতা বাস্তব সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়; এজন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ প্রয়োজন (Heywood, 2017)।

সামাজিক ন্যায় তত্ত্ব: জন রলস

সামাজিক ন্যায় তত্ত্বের ক্ষেত্রে আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান জন রলস । তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো A Theory of Justice (1971) । এই গ্রন্থে তিনি একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করেছেন। রলস এর মতে, ন্যায়বিচার হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম গুণ (justice as fairness)। তিনি একটি কাল্পনিক অবস্থা"original position" এর ধারণা উপস্থাপন করেন, যেখানে মানুষ একটি "veil of ignorance" এর আড়ালে থেকে সমাজের মৌলিক নীতিগুলো নির্ধারণ করে। এই অবস্থায় মানুষ নিজের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান বা ব্যক্তিগত সুবিধা সম্পর্কে জানে না। ফলে তারা এমন নীতি নির্বাচন করবে যা সকল মানুষের জন্য ন্যায়সঙ্গত হবে। রলস দুটি মৌলিক নীতি প্রস্তাব করেন—

a. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সমান মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
b. সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় (Difference Principle) ।

এই তত্ত্ব ভারতীয় সংবিধানের সামাজিক ন্যায়ের ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সংবিধানের বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থা যেমন সংরক্ষণ নীতি, দুর্বল শ্রেণির উন্নয়ন এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা রলস এর ন্যায়বিচারের তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় (Rawls,1971)।

আম্বেদকারের সামাজিক ন্যায়:

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সামাজিক ন্যায়ের ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে বি. আর. আম্বেদকর এর চিন্তাধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান জাতিভিত্তিক বৈষম্য এবং সামাজিক বঞ্চনা দূর না করলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতা (Liberty), সমতা (Equality) এবং ভ্রাতৃত্ব (Fraternity)-এই তিনটি নীতির গুরুত্ব অপরিহার্য। তিনি যুক্তি দেন যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্র তখনই কার্যকর হবে যখন তা সামাজিক গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে (Ambedkar , 2014)। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানে বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষত অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইসঙ্গে সংবিধানে সংরক্ষণ নীতি এবং দুর্বল শ্রেণির

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আম্বেদকর সামাজিক ন্যায়ের মূল লক্ষ্য হলো ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সমাজে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামো গঠন করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় সংবিধানের নৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে এবং আধুনিক ভারতের সামাজিক ন্যায়ের নীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে(Austin ,1966)।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় সংবিধানে সমতা (Equality) ও সামাজিক ন্যায় (Social Justice)-এর নৈতিক ভিত্তি এবং সাংবিধানিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য গবেষণায় প্রধানত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে। গুণগত গবেষণা পদ্ধতি সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণার গভীর বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত, কারণ এটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ধারণাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে (Bryman, 2016)। এই পদ্ধতিতে মূলত ধারণাগত ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করা হয়। সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের মতো নৈতিক ও দার্শনিক ধারণা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ এটি কেবল পরিসংখ্যানগত তথ্যের উপর নির্ভর না করে সামাজিক বাস্তবতা ও রাজনৈতিক দর্শনের গভীর ব্যাখ্যা প্রদান করে(Creswell, 2014)।

এই গবেষণায় তিনটি প্রধান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে-1ঐতিহাসিক পদ্ধতি: এই পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সামাজিক সংস্কার আন্দোলন, জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সংবিধান প্রণয়নের সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত সংবিধান প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এই পদ্ধতির মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে (Heywood, 2017)।2-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি: বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, সাংবিধানিক আইনবিদ এবং গবেষকদের মতামত পর্যালোচনা করে বিষয়টির ধারণাগত ভিত্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ এবং নীতিমালার কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Jain,2016)। 3-সাংবিধানিক বিশ্লেষণ: এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ এবং বিধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Basu,2015)। এই পদ্ধতিগুলোর সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি এবং তার বাস্তব প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই গবেষণাটি মূলত গৌণ তথ্য (Secondary Data)-এর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার জন্য ব্যবহৃত তথ্য বিভিন্ন প্রামাণ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেমন—ভারতীয় সংবিধান, ও সাংবিধানিক আইন বিষয়ক গ্রন্থ, গবেষণাপত্র এবং একাডেমিক জার্নাল।

মূল বিশ্লেষণ:

এই গবেষণার বিশ্লেষণ অংশে ভারতীয় সংবিধানে সমতা (Equality) ও সামাজিক ন্যায় (Social Justice)-এর নৈতিক ও সাংবিধানিক ভিত্তি আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান এমন একটি রাজনৈতিক ও আইনি কাঠামো প্রদান করে যার মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান ঐতিহাসিক বৈষম্য দূর করে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সংবিধানের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা (Directive Principles of State Policy) এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে(Austin ,1966)।

1 ভারতীয় সংবিধানে সাম্যের ধারণা:

ভারতীয় সংবিধানে সমতার ধারণা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে (Part III) সমতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা এবং সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমতার নীতি মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (Chakrabarty, 2017)।

Article 14 অনুযায়ী রাষ্ট্র সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা প্রদান করবে এবং সকলের জন্য আইনের সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। এই নীতি মূলত ব্রিটিশ আইনের Rule of Law ধারণা এবং আমেরিকান সংবিধানের Equal Protection of Law নীতির সমন্বয়। এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিভাগ (reasonable classification) গ্রহণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব, যদি তা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করা হয়(Jain ,2016)।

Article 15 অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা যাবে না। একইসঙ্গে এই অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রকে নারীদের, শিশুদের এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণির উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে।এই বিধান

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রকে নির্দেশ করে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের সাংবিধানিক ভিত্তি প্রদান করে (Basu,2015)।

Article 16 রাষ্ট্রের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার নীতি প্রতিষ্ঠা করে। একইসঙ্গে এই অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রকে তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি জনজাতি (ST) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে। এই বিধান সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয় (Basu,2015) ।

Article 17 ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কারমূলক বিধান। এর মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা (Untouchability) সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা হয়েছে এবং এর চর্চাকে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক সাংবিধানিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়(Ambedkar, 2014) ।

2 ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক ন্যায়:

ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। সংবিধানের প্রস্তাবনায় "Justice—social, economic and political" উল্লেখ করে রাষ্ট্রের সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা (Directive Principles of State Policy) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Article 38 রাষ্ট্রকে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দেয় যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এই অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রকে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য কমানোর জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে(মুখোপাধ্যায়, 2009) । ।

Article 39 রাষ্ট্রকে এমন নীতি গ্রহণের নির্দেশ দেয় যাতে সকল নাগরিকের জন্য জীবিকার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা যায় এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত হয়(রায় এবং ঘোষ, 2011) ।

Article 46 রাষ্ট্রকে তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়।

এই নীতিমালাগুলো ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে(Fadia,2017)।

3 সংরক্ষণ নীতির ভূমিকা:

ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হলো সংরক্ষণ নীতি (Reservation Policy)। এই নীতির মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণির উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। সংরক্ষণ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো সামাজিক বৈষম্য দূর করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা। বর্তমানে SC, ST এবং OBC শ্রেণির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থা সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়(Galanter ,1984)।

4 সামাজিক ন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি:

ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক ন্যায়ের ধারণা মূলত কিছু মৌলিক নৈতিক নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

মানব মর্যাদা (Human Dignity): মানব মর্যাদা সংবিধানের একটি মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ। প্রত্যেক নাগরিকের মর্যাদা রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সামাজিক সমতা (Social Equality): সামাজিক সমতা বলতে বোঝায় সমাজে সকল মানুষের জন্য সমান মর্যাদা ও সুযোগ নিশ্চিত করা।

ন্যায়বিচার (Justice): ন্যায়বিচার ভারতীয় সংবিধানের মূল আদর্শগুলোর একটি। এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক তিনটি ক্ষেত্রেই সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করে(Rawls ,1971)।

5 সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের চ্যালেঞ্জ সমূহ:

যদিও ভারতীয় সংবিধান সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করেছে, তবুও বাস্তবে এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

1. ভারতীয় সমাজে এখনও জাতিভিত্তিক বৈষম্য এবং সামাজিক বিভাজন সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি।
2. অর্থনৈতিক বৈষম্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

3. জাতিভিত্তিক বৈষম্য এখনও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান এবং এটি সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা সৃষ্টি করে। এই সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার জন্য সংবিধানের নীতিগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন(Sen,2009) ।

সমসাময়িক ভারতে প্রাসঙ্গিকতা:

ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের ধারণা কেবল একটি তাত্ত্বিক বা নৈতিক আদর্শ নয়; বরং এটি আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি মৌলিক ভিত্তি (মুখোপাধ্যায়, 2009) । । স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) হিসেবে গড়ে ওঠার চেষ্টা করেছে, যার প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা(Granville ,1966) ।

সমসাময়িক ভারতে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ ভারত একটি বহুমাত্রিক সমাজ যেখানে ধর্ম, ভাষা, জাতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান(Basu,2015) । এই প্রেক্ষাপটে সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক কাঠামো প্রদান করে।

প্রথমত, আধুনিক ভারতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি (Reservation Policy) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি জনজাতি (ST) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC) জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত শ্রেণির উন্নয়নে সহায়তা করেছে। এই ব্যবস্থা সামাজিক বৈষম্য কমাতে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়ক হয়েছে(Ambedkar,2014) ।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সংবিধানের সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নীতিগুলো বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রায়ের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এর ফলে সংবিধানের নৈতিক আদর্শ বাস্তব রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে(Jain ,2016) ।

তৃতীয়ত, সমসাময়িক ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন (Inclusive Development) এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণা নীতিনির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে(Sen,2009) ।

তবে এই অগ্রগতির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখনও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসমতা এবং জাতিভিত্তিক বিভাজন অনেক ক্ষেত্রে এখনও দৃশ্যমান। তাই সমসাময়িক ভারতের প্রেক্ষাপটে সংবিধানের সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নীতিগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Rawls ,1971) ।

উপসংহার:

ভারতীয় সংবিধান আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালার মাধ্যমে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নৈতিক আদর্শকে রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নীতিগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্র একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে (মুখোপাধ্যায় এবং মুখোপাধ্যায়,2006) ।

ভারতীয় সংবিধান কেবল একটি আইনি দলিল নয়; এটি একটি সামাজিক রূপান্তরের দলিল যা ঐতিহাসিক বৈষম্য দূর করে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে(মুখোপাধ্যায়, 2009)। একইসঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা রাষ্ট্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দিকনির্দেশ প্রদান করে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় সংবিধানের নৈতিক ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করেছে। এই তত্ত্বগুলো দেখায় যে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমতা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায় অপরিহার্য।

তবে বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতিতে এই নীতিগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসমতা এবং জাতিভিত্তিক বিভাজন এখনও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে সংবিধানের নীতিগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি বলা যায় যে ভারতীয় সংবিধানে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি আধুনিক ভারতীয়

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই নীতিগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।

References:

1. Ambedkar, B. R. (2014). Annihilation of caste. Navayana Publishing.
2. Austin, G. (1966). The Indian constitution: Cornerstone of a nation. Oxford University Press.
3. Basu, D. D. (2015). Introduction to the constitution of India. LexisNexis.
4. Bryman, A. (2016). Social research methods. Oxford University Press.
5. Chakraborty, V. (2017). Indian constitution: Text, context and interpretation. SAGE Publications.
6. Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approach. Sage Publications.
7. Fadia, B. L. (2017). Indian government and politics. Sahitya Bhawan.
8. Galanter, M. (1984). Competing equalities: Law and the backward classes in India. Oxford University Press.
9. Gandhi, M. (1997). Hind swaraj and other writings. Cambridge University Press.
10. Heywood, A. (2017). Political theory: An introduction. Palgrave Macmillan.
11. Jain, M. P. (2016). Indian constitutional law. LexisNexis.
12. Nehru, J. (1989). The discovery of India. Oxford University Press.
13. Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
14. Sen, A. (2009). The idea of justice. Harvard University Press.
15. রায়, সুধীর, & ঘোষ, বিপত্তারণ। (2011). ভারতের সংবিধান এবং এর ক্রমবিকাশ. প্রগতিশীল প্রকাশক।
16. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার। (2009). ভারতের সংবিধানের সহজ পাঠ. প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
17. মুখোপাধ্যায়, শক্তি, & মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী। (2006). ভারতের সংবিধান ও শাসন ব্যবস্থা. ওয়ার্ল্ড প্রেস।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431